রশীদ জামীল

বিশ্বাসের বহুবচন

[শাপলা থেকে শাহবাগ]

বিশ্বাসের বহুবচন

[শাপলা থেকে শাহবাগ]

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

তৃতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২২
প্রথম প্রকাশ : ৫ মে ২০১৮

© : প্রকাশক

মূল্য : ৳ ৪৫০, US $ 16, UK £ 11

প্রচ্ছদ : মুহারেব মুহাম্মাদ

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 78-984-96712-1-3

Bishshaser Bohubachon
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

আল্লামা শাহ আহমদ শফি
দ্বন্দ্বিত জনতার স্পন্দিত প্রেরণা।

প্রিয় শায়খ,

আপনি দীর্ঘজীবি হোন—যেন তাদের পরিণতিটা নিজ চোখে দেখে যেতে পারেন; আপনার চোখের পানিতে লেখা হেফাজতের ব্যানারকে যারা খামখেয়ালির দস্তারখা বানিয়ে শাপলাবাজি করেছিল।

উৎসর্গের উপসংহার

প্রিয় শায়খ,

আপনার শেষবেলার অশ্রুগুলো এখনো শুকায়নি! কখনো শুকাবে না। আপনি ভালো থাকুন।

প্রকাশকের কথা

৫ মে ২০১৩ এবং হেফাজতে ইসলাম—একটি আশা ও হতাশার উপাখ্যান। লাখ লাখ মানুষের ইমানি চেতনায় জেগে ওঠা এবং ঘুম পাড়ানোর গল্প। ইতিহাসের পাতায় মোটাদাগে আলাদা হয়ে থাকা একটি ঐতিহাসিক কালো অধ্যায়।

শাহবাগ নিয়ে কাহিনি অনেক। পেটভরে বিরিয়ানি খেয়ে নৃত্যের তালেতালে উন্মাতাল চেতনার উপচে ওঠা জাগরণ; আর সেই দিনগুলো। সরবে জেগে ওঠা গৃহপালিত এক আন্দোলনের সাক্ষী হয়েছিল ১৬ কোটি মানুষ।

পরিবেশচিন্তায় শাহবাগ ও শাপলার ঘাপলা নিয়ে কেউ কথা বলে না। আগামী প্রজন্মের জন্য সময়টা জমা হোক কাগজের ভাঁজে, জড়ো হোক টুকরো কথাগুলো—ছড়ানো যা মানুষের মধ্যে; কেউ কিছু লেখে না।

২০১৩ থেকে ২০১৮। পাঁচ বছরে অন্তত ৫০টি গ্রন্থ রচিত হওয়া উচিত ছিল সে রাতের হতাঘাত নিয়ে। অথচ সেভাবে উল্লেখযোগ্য একটি গ্রন্থও চোখে পড়ে না। *বিশ্বাসের বহুবচন* এই অভাব পুষিয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ। সন্দেহ নেই শাপলা-ট্র্যাজেডির পাঁচ বছর পূর্তিতে গ্রন্থটি অনেকের চেহারা থেকে মুখোশ খুলে ফেলবে।

গ্রন্থটিতে কোনো ভুলভ্রান্তি ধরা পড়লে আমাদের অবগত করার অনুরোধ থাকল। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে। সকলের কল্যাণ হোক।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১ মে ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
kalantorprokashoni10@gmail.com

সূচি বিন্যাস

বিসমিল্লাহ	৯
প্রিভিউ	১৩
শাপলাবাজি	১৫
সাক্ষাৎকার : মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিম	১৯
রক্তের জবানবন্দি	২৪
সাক্ষাৎকার : মুফতি মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস	২৬
প্রেসনোট...	৩১
সাক্ষাৎকার : প্রিন্সিপাল মাওলানা হাবীবুর রহমান	৩৩
সাক্ষাৎকার : মুফতি ফয়জুল্লাহ	৩৮
সাক্ষাৎকার : মাওলানা জুনাইদ আল হাবীব	৬৩
সাক্ষাৎকার : মাওলানা মাঈনুদ্দিন রুহি	৭৮
তিন যুগ্ম-মহাসচিবের বক্তৃতার নির্যাস	৯২
সাক্ষাৎকার : মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জী	৯৬
সাক্ষাৎকার : মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরি	৯৮
দায় কার	১০২
কথা হবে যথাসময়	১০৮
যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই ...	১১০
যে হিসাব কেউ জানে না	১১২
সাক্ষাৎকার : মাওলানা নূর হোসাইন কাসিমি	১১৬
শাপলার টান	১২২
কী ঘটেছিল	১২৫
সাক্ষাৎকার : উবায়দুর রহমান খান নদবি	১২৭
অধিকারের অনুসন্ধান	১৩৮
তারা এখন কেমন আছে	১৪২
আহত কিছু ভাইয়ের নাম	১৮০

সাক্ষাৎকার : হাফিজ মাওলানা জুবায়ের আহমদ আনসারি ১৮৩
কয়েকটি পরিবারের সাক্ষাৎকার ১৮৮
বিবেক তুমি লজ্জা পাও ২০৭
সাক্ষাৎকার : মাওলানা মামুনুল হক ২১৩
সাক্ষাৎকার : মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন ২২০
শুরু হোক তাওবার রাজনীতি ২২৪
শাহবাগ **২২৬**
তারুণ্যের জাগরণ ২২৭
শাহবাগের শুরুটা ২৩০
সাক্ষাৎকার : বাপ্পাদিত্য বসু ২৩২
সাক্ষাৎকার : লাকি আক্তার ২৪৬
সাক্ষাৎকার : পিনাকী ভট্টাচার্য ২৫০
নব্য রাজাকার ২৬১
ভারপ্রাপ্ত নাস্তিক ২৬৩
বন্দি-খাঁচায় মুক্তমন ২৬৮
দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের প্রথম শহিদ ২৭১
সাক্ষাৎকার : ইমরান এইচ সরকার ২৮১
হেফাজতে জামায়াত ২৯১
সাক্ষাৎকার : মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ ২৯২
সাক্ষাৎকার : মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজি ২৯৯
হেফাজত ও কওমি প্রজন্ম ৩০৩
অরাজনৈতিক রাজনীতি ৩১৬
একটি নিরপেক্ষ জবানবন্দি ৩১৯
সাক্ষাৎকার : গোলাম মাওলা রনি ৩২১
দ্য মেসেজ ৩২৭

বিসমিল্লাহ

এক. দেশে এর আগে বাণিজ্য হয়েছে দুটি চেতনা নিয়ে। একাত্তর ও দেওবন্দের চেতনা। দুটিতে আড়ালে কাজ করেছে রাজনীতি। একাত্তরেরটা দেশপ্রেমের আর দেওবন্দেরটা আহলে হকের লেবেল লাগিয়ে। ২০১৩-তে হয়েছে দুটি চেতনার গায়েবানা জানাজা—একটি শাহবাগ মোড়ে, অন্যটি শাপলায়। শাপলার ঘাপলা এবং শাহবাগের ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে কথা হয়েছে অনেক, আরও হবে। এসব কথা শেষ হয় না।

কয়লা ধুইলে ময়লা না গেলেও সোনা পোড়ালে খাঁটি হয়। সোনাও একপ্রকারের মাটি। মা আর মাটি অস্তিত্বের অপরিহার্যতা। একাত্তরের চেতনাধারী দেশকে বলে মা। দেওবন্দের চেতনাধারী দেওবন্দকে বলে মাদরে[১] ইলমি। দুটি চেতনাই এখন পুড়ে খাঁটি হয়েছে। ব্যবসাবাণিজ্য যে যা করার, ২০১৩-তে করেছেন। সবাই বুঝেছে আসল চেতনা আর বাণিজ্যিক চেতনার পার্থক্য।

অতি সেনসিটিভ চামড়ার ভাইরা মুখ কালো করার দরকার নেই। জানাজা হয়েছে বাণিজ্যিক চেতনার—দরকার ছিল। দ্য রিয়েল চেতনা উইল বি কন্টিনিউইং আনটিল দ্য ডে অব জাজমেন্ট। একাত্তর ও দেওবন্দের চেতনা টিকে থাকবে—শুদ্ধাচারী বোদ্ধাজনের সচেতন চেতনায়।

দুই : একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাবিরোধীরা বিচারহীন বুক ফুলিয়ে চলতে পারে না, অথচ চলছিল। বাংলাদেশের ফ্রন্টলাইন রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক দহরম-মহরম ছিল তাদের সঙ্গে। এদের বিরুদ্ধে যেভাবেই জাগুক; তারুণ্যের জাগরণটা ছিল আশাব্যঞ্জক। দলান্ধতার বাইরে থাকা বাংলাদেশিরা আশাবাদী হয়েছিল নতুন করে, এবার কিছু হবে। বেইমানরা আর ছাড় পাবে না। যে কাজ বিএনপির পক্ষে করা সম্ভব ছিল না; তাদের ঘরেও আছে বলে। যে কাজ আওয়ামী লীগের পক্ষেও সম্ভব ছিল না; তাদের ঘরেও আছে বলে। সেই কাজটি—বিচারটি এবার হতে পারে তারুণ্যের চাপে।

কিন্তু সপ্তাহ না ঘুরতেই লাখো তরুণের আবেগের সঙ্গে প্রতারণা করে শাহবাগ নিজেকে বিক্রি করে দেয়। আরেকবার প্রমাণ হয়, ক্ষমতা ও টাকার সামনে নীতি-আদর্শ কতই-

[১] ফারসি মাদর, বাংলায় মা।

না অসহায়। সেই সঙ্গে শাহবাগ তার মঞ্চে কয়েকটি জানোয়ারকেও জায়গা দেয়। একবারও ভাবেনি, মানুষের মঞ্চে জানোয়ারের জায়গা দিতে নেই। সমস্যা হয়।

তিন : বাংলাদেশ—যেখানকার অনেকে ফরজ নামাজ, এমনকি হালাল-হারামেরও ধার ধারে না; তারাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে নিয়ে কটাক্ষ সহ্য করে না। গুটিকয়েক বখাটে নবিজিকে নিয়ে যা তা বলবে; আর মুসলমান ঘরে বসে থাকবে, এটা কীভাবে সম্ভব?

বিক্ষিপ্তভাবে যে যার মতো ক্ষোভ প্রকাশ করে অপেক্ষায় ছিল একজন মুআজ্জিনের; যিনি আজান দেবেন—'হাইয়া আলাল ফালাহ' বলবেন। আল্লামা শাহ আহমদ শফি রাহ. মুসলমানদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ অনুভব করে ৯০ বছরের দুর্বল শরীরে রাস্তায় নামেন। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ—ধর্মপ্রাণ মানুষের আস্থার প্রতীক হয়ে ওঠে। জানা ছিল না হেফাজতের ভেতরে ঘাপটি মেরে বসে আছে কজন; যারা গাছেরটার সঙ্গে তলারটাও খায়।

হেফাজতের আন্দোলনটা ছিল বিশ্বাসের ভিত্তিতে। কেউটের দলের ভয়ংকর ছোবল মুসলমানের কলিজায় পরতেই গর্জে ওঠেন একজন আহমদ শফি—'আমি বেঁচে থাকব, দেশের মুসলমান বেঁচে থাকবে; আর মুসলমানের প্রিয় রাসুলকে ব্যঙ্গ করবে খাটাসের দল! হতেই পারে না।' বয়সের ভার পেছনে ফেলে বেরিয়ে আসেন সামনে। নিজে সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারলেও ১৬ কোটি মুসলমানকে হাত ধরে দাঁড় করান। শারীরিক কারণে অচল হলে দ্বন্দ্বিত দাবানলদের সঙ্গে নিয়ে চললেন বিশ্বাসের মিছিলে। চট্টগ্রাম থেকে মতিঝিল—লাখো মানুষ হাতে হাত রাখে। 'আহমদ শফি! আমরা আছি তোমার সঙ্গে, তোমার এক ইশারায় জীবন দিতে তৈরি।' অথচ গুটিকয়েক লোক সব শেষ করে দেয়।

স্বপ্নটা অনেক উপরে উঠে হোঁচট খেলে, অধিকারটা শকুনের দল কেড়ে নিলে, ত্যাগের নাজরানাকে কেউ রাজনীতির আলমারিতে বন্দি করলে, আঁতাত কিংবা সন্ধি করে—পকেট ভারীর ফন্দি করলে যা হওয়ার তা-ই হয়। অথচ কথা ছিল অন্যকিছু, ভিন্ন ধারার।

পাঁচ বছর থেকে চেষ্টা ছিল শাপলার হিসাব মেলানোর—

লাশের হিসাব!
বাঁশের হিসাব!
পাওনা এবং প্রাপ্তির হিসাব!
আমানতের ঘাটতির হিসাব।
সওয়াব এবং খোয়াবের হিসাব।
সেদিনের সেই সুর, সে রাতের হাহাকার এখনো তাড়িত করে দিনরাত।
প্রতিঘাত ছিল না কোনো, তবু বিক্ষত ছিল আঘাতের পর আঘাত।

এখনো যখন দেখি, শহিদের নামগুলো কারও মুখে আসে না।
এখনো যখন দেখি বড় বড় বাতচিত কারও মুখে ফাঁসে না।
ছেলেহারা মা-গুলো শুকনো আঁচল ফেলে পথ চেয়ে বসে রয়,
হয়তো আসবে কেউ মুছে দিতে জরা।
তবু কেউ আসে না।

তখন ভাবনারা তাড়া করে। এলোমেলো করে দেয় হিসাবের খাতা। সত্যের স্লোগানে তো দোষ নেই। হলে হোক—শয্যা পাতাই আছে সমুদ্রে, শিশিরের ভয় করে লাভ কী!

চার : শাহবাগের কথা এলে এখন আর নাস্তিকতার কথা আলাদাভাবে বলতে হয় না। তার মানে, শাহবাগে সবাই নাস্তিক ছিল না। শাপলার কথা এলে সাঁতার না জানা বাচ্চাদের হাবুডুবু খাওয়া দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার মানে এই না যে, কেউ কিছু বুঝত না; আর কওমি-ছেলেরা তো বরাবরই বিশ্বাসের কাঁচামাল।

শাহবাগের গণজাগরণকে খেয়েছে অ্যান্টি ইসলাম বখাটে ও ধান্দাবাজ বিক্রিত কিছু ব্লগার। হেফাজতের গণজাগরণকে আকাশ থেকে মাটিতে নামিয়েছে আলিম নামধারী কিছু রাজনৈতিক খেলোয়াড়। শাহবাগ ও শাপলা—দুটিই এখন অতীত। যদিও ইস্যু এলে পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে বেঁচে থাকার জানান দেয় উভয়েই; কিন্তু এর নাম বেঁচে থাকা নয়। এটাকে বেঁচে থাকা বলে না।

শাপলা ও শাহবাগের একটি সাধারণ অনুষঙ্গ হলো কওমি-সন্তানরা। এরা বিদোহিত বিন্যাস—বার বার ব্যবহৃত বিশ্বাসের বিনম্র কাঁচামাল। অসহায় এক প্রজন্ম। সংগত কারণেই *বিশ্বাসের বহুবচনে* আলোচ্য বিষয় হতে পারে তিনটা।

১. শাপলা চত্বর ও হেফাজত।

২. শাহবাগ মোড় ও নাস্তিকতা।

৩. কওমি প্রজন্ম ও আত্মাহুতি।

পাঁচ : *বিশ্বাসের বহুবচনকে* গবেষণামূলক গ্রন্থ ভেবে ভুল করার দরকার নেই। এটি কোনো ঐতিহাসিক দলিলও হয়নি। প্রামাণ্য কোনো গ্রন্থও নয়। তাহলে এটি কী?

এটি হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। ভুলতে না পারা বেদনার কাব্য। বিনাশী সভ্যতার উল্লসিত নৃত্য। বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট-জড়ানো প্রজন্মের মুক্তিযুদ্ধ। পুতুলের গল্প; যে পুতুল যেমনে নাচার, তেমনে নাচে।

ছয় : ২০১৩ থেকে ২০১৮। পাঁচ বছর ধরে শাপলা ও শাহবাগ নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক কথা হয়েছে। রচিত হয়েছে অনেক ক্ষোভকাব্য। লক্ষ করেছি, প্রতিবছরের ৫

মে এ দেশের কওমি প্রজন্মের পুরানো সেই ক্ষতে চিনচিন ব্যথা শুরু হয়—সব ক্ষোভ নিয়ে এসে হাজির হয় অনলাইনে। কয়েকদিন চলে গায়েবানা তিরস্কার। ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি, 'কাক কাকের মাংস খায় না'। লক্ষ করলাম, শাহবাগের খাওয়া হচ্ছে। তিন ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর পারস্পরিক অভিযোগ পালটা অভিযোগে বেরিয়ে আসতে থাকে হাঁড়ির ভেতরের খবর। কেউ কেউ তো হাটেই হাঁড়ি ভেঙে দেয়।

বিশ্বাসের বহুবচন—শাপলা ও শাহবাগের পাণ্ডুলিপি একটু নেড়ে দেখা। বলা চলে নতুন করে হাশিয়া লেখার সঙ্গে একটু কওমিনামাও। যাদের মনে হবে কথা সত্য, তাদের জন্য ভালোবাসা এবং যাদের গা জ্বলাপোড়া করবে, তাদের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক শুভ কামনা।

প্রিভিউ

ভাবনাগুলো এলোমেলো ছিল। বরাবরের মতো আমি আমার মতো করেই এগোচ্ছিলাম। 'আমার মতো' কথাটির ব্যাখ্যা—কিছু লেখার আগে দুটি বিষয় মাথায় থাকে আমার :

১. লেখা বিবেকসিদ্ধ হচ্ছে কি না।

২. আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে কি না।

দ্যাট্স ইট। দ্যাট্স অল। তৃতীয় কোনো ব্যাপার মাথায় আসে না। এমন না যে, আসতে চায়, আমি আসতে দিই না। আসেই না, আমি কী করব। এ জন্য অবশ্য আপনজনদের বিরাগভাজনও কম হইনি। কেউ ভুল দেখিয়ে দিলে ক্ষমা চাইতে একটুও দেরি করব না; এই মানসিকতা থেকেই লেখি। যদি বলেন, 'কথা ঠিক; কিন্তু...'

আমি বলি 'নো কিন্তু'। হিডেন হিডেন খেলার সুযোগ ইসলামে নেই।

—'সব ঠিকাছে, তবে...'

আমি বলি, 'নো তবে'। তবেতে ভরসা করে কে কবে কী অর্জন করেছে। হ্যাঁ নাকি না। হালাল না হারাম। সত্য অথবা মিথ্যা। দেয়ার আর নো স্পেইস টু গেট রিলাক্স অন দ্য মিডল। হয় এসপার, নাহয় উসপার। লা ইলা হা-উলায়ি, ওয়ালা ইলা হা-উলায়ি'—এসবে আমি নেই। হয় সাদা, নাহয় কালো। ছাইরং, বাদামি রং ইত্যাদি—নো ওয়ে।

টার্গেট ছিল বইমেলার প্রথম দিকেই এটি পাঠকের হাতে দেওয়ার। ৬০ পৃষ্ঠার মতো লেখার পর ধারাবাহিকতায় বেশ কিছু ব্যাপার সামনে আসে। এগুলোর একটা আপডেট পাঠককে জানানো উচিত। হেফাজত ও গণজাগরণের ফ্রন্টলাইন-নেতাদের সঙ্গে কথা বলে কিছু প্রশ্নের জবাব চাওয়া দরকার। বই যে ফেব্রুয়ারিতেই প্রকাশ করতে হবে—এমন তো কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

কথা বলতে থাকি একে একে। দুয়েকজন ছাড়া সবাই কথা বললেন। বিশেষ কিছু সাধারণ প্রশ্ন ছিল। যাদের সঙ্গে আলাপে তাঁদের বচনগুলো 'বহুবচনে' আনা হয়েছে, তাঁরা হলেন, হেফাজতের মহাসচিব হাফিজ মাওলানা জুনায়েদ বাবুনগরি, মুফতি

মুহাম্মাদ ওয়াক্কাস, মাওলানা তাফাজ্জুল হক হবিগঞ্জি, মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ, প্রিন্সিপাল হাবীবুর রহমান, মাওলানা নূর হোসাইন কাসিমি, মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিম, মাওলানা জুবায়ের আহমদ আনসারি, মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদবি, মুফতি ফয়জুল্লাহ, মাওলানা জুনাইদ আল হাবীব, মাওলানা মামুনুল হক, মাওলানা মাঈনুদ্দিন রুহি ও মুফতি সাখাওয়াত হোসাইন রাজি।

হেফাজতের সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদির সঙ্গে যোগাযোগ করে প্রশ্ন পাঠালেও জবাব দেননি। দিনের পর দিন চেষ্টা করেও মাওলানা আনাস মাদানির সাড়া পাইনি। পেলে ভালো হতো।

'গণজাগরণ মঞ্চ' নিয়ে কথা বলেছি মঞ্চের মুখপাত্র ডা. ইমরান এইচ সরকার, পিনাকী ভট্টাচার্য, বাপ্পাদিত্য বসুসহ কজন ব্লগারের সঙ্গে। শুরুতেই ফসকে গেলেন ব্লগার আসিফ মহিউদ্দিন ও মাহমুদুর রহমান মুন্সি ওরফে বাঁধন। স্লোগানকন্যা লাকি বিয়েটিয়ে করে এখন সংসারী। এর মধ্যেই ফোনে ধরলাম তাকে। সুশীলশ্রেণি থেকে নিই তরুণ প্রজন্মের প্রতিনিধি সাবেক এমপি গোলাম মাওলা রনিকে।

আর যাদের রক্তে লাল হলো রাতের রাজপথ, যাদের কেউ হারিয়েছে পা, কেউ হাত, কেউ চোখ, অনেকে জীবনটাই। হেলে-খেলে ভুলে যাওয়া সেই মানুষগুলো থেকে বেশ কজনকে খুঁজে বের করে কথা বলি তাদের সঙ্গে। কথা বলি কারও স্বজনের সঙ্গে, কয়েক ইয়াতিম ছেলে-মেয়ের সঙ্গে—যারা তাদের বাবা হারিয়েছে ঝড়ের রাতে, বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে—যে ৫ মে স্বামীহারা; এবং কজন বাবা-মায়ের সঙ্গে—যারা এখনো কাঁদেন।

হেফাজত ও শাহবাগের কী-পার্সনদের সঙ্গে কথা বলে আমি মোটামুটি সন্তুষ্ট। নিজ জিজ্ঞাসাগুলো অকপটে তাদের সামনে রাখতে পেরেছি। তাঁরা তাদের জবাব দিয়েছেন। এখন কে কার কোন কথা কত ভাগ বিশ্বাস করবেন—যার যার ব্যাপার।

শাপলাবাজি

৫ মে ২০১৩-তে হয় শাপলাবাজি। অঙ্কের হিসেবে ৬ মে ভোররাত। ঠিক তিন দিন পর, ১০ মে বিভিন্ন পত্রিকা ও অনলাইনে প্রকাশিত একটি ক্ষোভাত্মতে লেখি,

> হঠকারিতা কীভাবে একটি সম্ভাবনার গলাটিপে ধরতে পারে—নগদ প্রমাণ ৫ মে ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ। দেশে ঝড়-তোলা 'হেফাজতে ইসলাম' নামের ধূমকেতুটি ছড়িয়ে পড়ে ইথারের বাঁকে বাঁকে। দেশের এক-তৃতীয়াংশ মানুষ সমর্থন নিয়ে যুক্ত হয় হেফাজতের সঙ্গে। আপাদমস্তক অরাজনৈতিক ব্যক্তি আল্লামা শাহ আহমদ শফির আহ্বানে এক প্লাটফর্মে চলে আসেন বহুধাবিভক্ত আলিমগণ। এটি ছিল আহমদ শফির ইখলাসের বৈশিষ্ট্য। আন্দোলন চলছিল নিয়মতান্ত্রিক ধারায়, অহিংস পথে; কিন্তু ৫ তারিখের ঘটনাপ্রবাহ হেফাজতে ইসলামকে এনে দাঁড় করায় এমন এক মেরুতে, যেখান থেকে আবারও মাথা তুলে দাঁড়ানো অসম্ভব না হলেও কঠিন।

কথাটি মিথ্যা হয়নি। হেফাজত আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি অথবা সুযোগ দেওয়া হয়নি। দেখেছি বার বার কর্মসূচি ঘোষণা করে প্রত্যাহার করে নিতে। সরকারের সঙ্গে তিতা-মিঠা দু-ধরনের সম্পর্কেই জড়িয়েছে হেফাজত। অনেক জল্পনা-কল্পনার আল্পনা এঁকেছেন কেউ কেউ। ছড়ায় নানা কথা। সব কথা আগামাথাহীন ছিল না বলেও অনেকে মনে করেন। তবে আজ আর অনুমানে ভরসা করে কথা বলব না। নাও উই হ্যাভ প্রুফ টু ডিপেন্ড দ্য টপিক দ্যাট উই আর গোয়িং টু ডিসকাস এভাউট।

সেদিনের সেই লেখায় বলি,

> নিজগৃহে পরবাসী আলিমসমাজকে আল্লামা শাহ আহমদ শফি যে উচ্চতায় নিয়ে যান, ঠিক ততটা উপর থেকেই সেদিন মাটিতে ফেলে দেয় হেফাজতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সুবিধাভোগী, ক্ষমতালোভী ও মুখোশধারী কজন। ৫ মে'র আঘাতে বিক্ষত উলামা ও ছাত্রসমাজ যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে; আর তারা আছেন আখের গোছানোয় ব্যস্ত। চিহ্নিত এরা হয়েই আছেন। এখনই সময় মুখোশ টেনে ধরার। গুটিকজন সুবিধাবাদীর অধিকার নেই আহমদ শফির ব্যক্তিত্ব

নিয়ে খেলার। তাদের অধিকারই নেই দেশের হাজার হাজার আলিম-উলামার আবেগকে পুঁজি করে ক্ষমতার রাজনীতির দাবা খেলার। কোনো অধিকারই থাকতে পারে না লাখ লাখ ছাত্রকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি বানাবার।

লেখাটির কারণে বন্ধু-আহবাবের কাছ থেকে চমৎকার কিছু দুআ পাই সেদিন। নিজ ঘরানার ছেলেরাও এত শৈল্পিক দুআ জানে—জানা ছিল না। মজার ব্যাপার, কাছের বন্ধুদের কেউ কেউ গলার স্বর লোকানোর চেষ্টা করে ফোনে সুন্দর সুন্দর দুআ দেন। মনে মনে হাসছিলাম আমি। একটু খারাপ লাগলেও আস্থা ছিল। জানতাম কিছু দিনের মধ্যেই তাদের ঘোর কেটে যাবে।

পাঁচ বছর পর নতুন করে পুরানো কথা কেন সামনে আনতে হচ্ছে! যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। তবে কেন অতীত নিয়ে নতুন করে টানাহ্যাঁচড়া, আশা করি এই প্রশ্ন কারও মাথায় আসবে না। কারণ, শাপলার না মেলা হিসাবগুলো আজও মেলেনি। সম্প্রতি শাপলা-ট্র্যাজেডির স্ক্রিপ্ট রাইটার্স, প্রডিউসার্স আর অ্যাক্টার্সগণ নিজেদের মধ্যকার কেঁচো খোঁচাতে গিয়ে সেদিনের সাপগুলোকে বের করে এনেছেন। গ্রাম্য প্রবাদ 'খোদার ঢোল ফেরেশতা বাজায়'। শাপলা-শহিদদের রক্ত মনে হয় কথা বলতে শুরু করল—দরকার ছিল।

নিজগৃহে পরবাসী আলিমসমাজকে আহমদ শফি যে উচ্চতায় নিয়ে যান, ঠিক ততটা উপর থেকেই সেদিন মাটিতে ফেলে দিয়েছে হেফাজতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের মধ্যে ঘাপটি মেরে বসে থাকা সুবিধাভোগী, ক্ষমতালোভী ও মুখোশধারী কজন।

স্বজাতির কাছে কথাটি তখন বিশ্বাসযোগ্য না হলেও কিছুদিন পর থেকে তাঁরা নিজেরাই প্যারোডি গাইতে শুরু করেন। বুঝতে পারেন, সেদিনের ঘটনাপ্রবাহ যতটা না ছিল ধর্মাবেগের নিয়ন্ত্রণে, তার চেয়ে বেশি ছিল কিছু ব্যক্তির ব্যক্তিগত দেনা-পাওনার। আজকাল তাঁরা মুখ খুলছেন। তাঁরা মানে টপ টু বটম।

হেফাজতে ইসলাম আপাদমস্তক একটি ধর্মীয় সংগঠন; কিন্তু আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জামায়াতের রাজনীতির প্যাঁচে পড়ে হেফাজত আজ এমন এক পর্যায়ে এসেছে, মুখোশধারীদের চিহ্নিত করে তাদের ছেঁটে ফেলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে সামনে আরও কী কী দুর্গতি আছে, কেউ জানে না।

মুখোশধারীকে চিহ্নিত করার কার্যকর কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। আজও যখন দেখি, হেফাজতের ঘরোয়া বৈঠকে সেই তারা সামনের আসন দখল করে বসেন, তখন করুণা হয় হেফাজতের জন্য; আর দুঃখ হয় কওমি-ছেলেদের কথা ভেবে—যারা এদের কথায় প্রভাবিত হয়েছিল।

আমরা জানি না হেফাজতের উচ্চনেতৃত্ব এদের কাছে মেন্টালি জিম্মি হয়ে আছেন কি না এবং এ জন্যই তাদের ছাড় দিতে বাধ্য হচ্ছেন কি না। তবে কওমির ছাত্রজনতা কিন্তু ছাড় দেয়নি। দেখেছি, প্রসঙ্গ পেলেই অনলাইনে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে স্বজন হারানোয় আক্রান্ত কওমি-ছেলেরা। এ ক্ষোভ কখনো প্রশমিত হবে না। কিছু ক্ষত কখনো শুকায় না।

সেদিন আমরা যখন বলি, 'মুখোশধারীদের চিহ্নিত করে তাদের ছেঁটে ফেলে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলে সামনে আরও কী কী দুর্গতি আছে কেউ জানে না।' তখন অনেকেই মুখ বাঁকা করে তাকিয়ে ভাবেন ঘিয়ে কাঁটা খুঁজছি। ভাবেন, খামাখা দোষ খুঁজছি। অনেকে তো সরাসরি বলেন, আওয়ামী লীগের হয়ে দালালি হচ্ছে। আমার সিলেটের এক বন্ধু ফোনে জিজ্ঞেস করেন, 'এই লেখার জন্য তুমি কত টাকা পেয়েছ? আওয়ামী লীগ তোমাকে কত টাকা দিয়ে তা লেখিয়েছে?' আমি তাকে বললাম, 'ভাবতে ভালো লাগছে, আওয়ামী লীগ আমাকে টাকা দিয়ে লেখানোর মতো লেখক আমি; আমি তাহলে কম না।'

ছয় মাস যেতে না যেতেই দেখা গেল সেই তারা, যারা বলছিলেন আওয়ামী লীগের স্বার্থে হেফাজতের বিরুদ্ধে লিখেছি; আমার চেয়ে আরও কঠিনভাবে, আরও শক্ত শব্দে অনলাইনে ক্ষোভ ঝাড়ছেন! আর আজ পাঁচ বছরের মাথায় এসে মোটামুটি একটি ব্যাপার দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার—হেফাজতের নেতৃত্বে এমন কজন তখন প্রভাব বিস্তার করে ছিল, যাদের দায় হেফাজতকে চুকাতে হয়েছে। তখন অন্দরমহলে এমন কিছু ব্যাপার ঘটেছে, যার খেসারত দিতে হয়েছে এ দেশের খেটেখাওয়া মানুষের সন্তানের জীবন দিয়ে।

পরিষ্কার ভাষায় বলি, যারা হেফাজতকে রুজির ধান্দায় ব্যবহার করেছে, এ দেশের গরিব কওমি-ছাত্রদের মাথা বেচে খেয়েছে; কিয়ামতে দিন তারা ধরা খাবেই। যারা নেতৃত্বে ছিলেন বা আছেন এবং জেনেবুঝে এদের ছাড় দিচ্ছেন, আল্লাহর আদালতে তারাও ছাড় পাবেন না। নবিজির ১০ নম্বর মহাসতর্কবার্তা স্মরণ রাখা দরকার, 'সাবধান! তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হবে।'

সেদিন বলেছিলাম,

> সরকারের সর্বপ্রকার বাধা উপেক্ষা করে শান্তিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হয় ১৫ লক্ষাধিক লোকের ৬ এপ্রিল ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ঢাকা অভিমুখে 'লংমার্চ'। এত বড় একটা আয়োজন শান্তভাবে শেষ করতে পারায় হেফাজত প্রশংসিত হয় দেশ-বিদেশে।

কিন্তু সেদিন হাতে প্রমাণ ছিল না বলে যে কথাটি আর বলিনি—লংমার্চ-পরবর্তী

সভামঞ্চে হেফাজত ও চরমোনাইওয়ালাদের কারিশমাটিক খেলানেলা। সেদিন না বলার কারণ, আমাদের হাতে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছিল না। আজ আছে, তাই কথা বলা যায়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ—বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতির অঙ্গনে একটি শক্তিশালী প্লাটফর্ম। ইসলামি দলগুলোর মধ্যে জনসম্পৃক্ততার বিচারে দলটিকে আমি প্রথমেই রাখব। হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ এবং ইসলামী আন্দোলনের মধ্যসারির নেতৃত্বের মধ্যে পরস্পর সৎভাইয়ের মতো আচরণ লক্ষ করেছি আমরা—যে ধারা এখনো অব্যাহত। হেফাজত-ইস্যুতে দল দুটির মধ্যে যতটা-না ঘটেছিল, তার চেয়ে বেশি রটিয়েছিল এই মধ্যসারি[১]।

হেফাজত ও ইসলামী আন্দোলনকে জড়িয়ে মুখরোচক অনেক গল্প জানি। এখনো জানি না কোনটার সত্যতা কতটুকু! এ জন্য সেই গল্পগুলো আপাতত ভবিষ্যতের স্যুটকেসে তোলা থাকুক।

২০১৩-তে হেফাজতের আন্দোলনের সঙ্গে দেশের কওমি অঙ্গনের সবাই ছিল—ছিল না শুধু ইসলামী আন্দোলন। কেন থাকল না? থাকতে চায়নি নাকি থাকতে পারেনি। চরমোনাই পির কেন মঞ্চে না উঠেই ফিরে গেলেন? তিনি ফিরে যান, নাকি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়? কী ঘটেছিল সেদিন? কেনই-বা ঘটেছিল; জানতে দলটির মুখপাত্র সৈয়দ ফয়জুল করিমের সঙ্গে কথা বলা দরকার। তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তি-পরিচয় নেই। কীভাবে কথা বলি!

ফোন দিই মিছবাহ ভাইকে। দেশের জনপ্রিয় বক্তা বন্ধুবর মুফতি হাবিবুর রহমান মিছবাহ। বললাম, 'মিছবাহ ভাই, হেফাজত নিয়ে লিখছি। লিখতে গিয়ে কিছু প্রশ্ন সামনে আসছে। কিছু প্রশ্নে ইসলামী আন্দোলনের নামও জড়িত। তাই প্রসঙ্গের প্রয়োজনে পির সাহেবের কাছে আমার কিছু জিজ্ঞাসা ছিল। প্রশ্নগুলো নিয়ে কীভাবে তাঁর কাছে যেতে পারি?' তিনি বললেন, 'দেখি, ব্যবস্থা করে দিতে পারি কি না।'

তাঁর সহায়তায় যোগাযোগ হয় মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিমের সঙ্গে। তাঁর কাছে সহজ চারটি প্রশ্ন ছিল আমার। প্রশ্নগুলো লিখিত আকারে পাঠালে তিনি জবাব দেন। সংগত কারণেই জবাব থেকে নতুন কিছু প্রশ্নেরও জন্ম হয়। এ ক্ষেত্রে সেই প্রশ্নগুলো আর করার সুযোগ ছিল না। যে কারণে নতুন করে উদয় হওয়া প্রশ্নগুলো অথবা জবাব থেকে তৈরি হওয়া আমার অনুভূতিটা সম্পূরক মন্তব্য আকারে লিখে রাখতে হলো।

[১] পাঠক চাইলে 'মধ্যসারি' শব্দটিকে 'মধ্যস্বত্বভোগী'ও পড়তে পারেন।

'হেফাজতের রাজনৈতিক ফাঁদে পা দিতে চাইনি!'

মুফতি সৈয়দ ফয়জুল করিম

নায়েবে আমির ও মুখপাত্র, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ

মুহতারামের কাছে প্রথম প্রশ্ন : হেফাজতের আন্দোলনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশকে আমরা দেখিনি। অথচ হেফাজতের দাবিগুলো আপনাদেরও দাবি ছিল। আপনারাও বখাটে ব্লগারদের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। দাবি এক, কাজ করতে হলো আলাদা প্লাটফর্মে—কেন?

মুফতি ফয়জুল করিম : 'হেফাজতের সাংগঠনিক কাঠামোতে আমরা ছিলাম না' কথাটি সত্য। তবে হেফাজতের প্রায় সব প্রোগ্রামেই আমাদের কর্মী-সমর্থকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ মার্চ ইসলামী আন্দোলনের জাতীয় মহাসমাবেশ থেকে হেফাজতের লংমার্চের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। লংমার্চ-পরবর্তী হেফাজতের সমাবেশে আমি মিছিল নিয়ে অংশ নিই। অনেকে বলে, আমি গাড়িবহর নিয়ে সেখানে গিয়েছি। আসলে অভিযোগটা পুরোপুরি ভিত্তিহীন। আমি পায়ে হেঁটেই সমাবেশে উপস্থিত হই। অতএব, হেফাজতের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা ছিলাম না—বিষয়টা এমন নয়; বরং সংগত কারণেই আমরা হেফাজতের সাংগঠনিক কাঠামোতে যাইনি। আমরা আগে থেকেই বুঝতে পারি, হেফাজতের অরাজনৈতিক প্লাটফর্মকে বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে। তাই জেনেশুনে সে ফাঁদে পা দিতে চাইনি।

সম্পূরক মন্তব্য : শেষ কথাটি বিশেষ গুরুত্বের দাবি করছে। 'হেফাজতের অরাজনৈতিক প্লাটফর্মকে বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ তাদের নিজস্ব রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহারের পরিকল্পনা করছে'—কথাটি আমরা অনেকদিন থেকেই বলে আসছি। তিনিও একই কথাই বললেন। হেফাজত একটি অরাজনৈতিক সংগঠন, তাহলে কীভাবে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হতে পারল? ব্যবহারকারীরা সুযোগটা পেলেন কীভাবে?

বিদগ্ধজন মূল কারণ বলতে পারবেন। আমরা যারা আত্মপোড়ায় দগ্ধ, যারা রাজনীতির

যোগ্যতা নিয়ে জন্মাইনি; আমাদের ব্যাখ্যা—হেফাজতের কী-পার্সনদের মধ্যে আমির ও মহাসচিব ছাড়া বাকি সবাই রাজনৈতিক দলে যুক্ত ছিলেন; আর আবহমান বাংলায় একটি কথা প্রচলিত আছে, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'।

প্রশ্ন : একটি বুকলেট এবং হেফাজত-মঞ্চে আরোহণজনিত অপ্রীতিকর কিছু কথা আমরা শুনেছি। যদি তা নিয়ে কিছু বলতেন?

মুফতি ফয়জুল করিম : আলোচিত বুকলেটের সঙ্গে আমাদের সাংগঠনিক কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না; আর আমার আরোহণজনিত যে অপ্রীতিকর ঘটনার কথা বলছেন, তা ঘটে মূলত হেফাজত-নেতাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে। আমি মিছিল নিয়ে রাজপথেই বসে যাই—মঞ্চে যাওয়ার চেষ্টা করিনি। হেফাজতের মঞ্চ থেকেই আমাকে মঞ্চে যেতে অনুরোধ করা হয়। একপ্রকার জোর করেই আমাকে মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়; কিন্তু আমি মঞ্চের কাছাকাছি যেতেই হেফাজত-নেতারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে বাকবিতণ্ডা শুরু করেন। তাদের দৃষ্টিকটু বিরোধে মঞ্চে না উঠেই ফিরে আসি।

কয়েকদিন পরে এ নিয়ে হেফাজত-নেতা মুফতি ফয়জুল্লাহ পত্রিকার সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আমরা যাতে মঞ্চে উঠতে না পারি, সে জন্যে সিদ্ধান্ত হয়েছে।' বিএনপি, জামায়াত ও জাতীয় পার্টির নেতারা মঞ্চে উঠতে পারবেন; আর ইসলামী আন্দোলনের কেউ উঠতে পারবে না—এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কী ছিল, তা হেফাজত-নেতারাই জানবেন।

সম্পূরক মন্তব্য : একটি বড় মঞ্চে আসনজনিত গুঁতোগুঁতি বাংলাদেশের রাজনৈতিক কালচারেরই একটি অংশ। এগুলো দেখে দেখে আমরা অভ্যস্ত। এসব দৃশ্যে আমরা আর অবাক হই না। তবে একটি অরাজনৈতিক ইসলামি আন্দোলনের স্টেজে স্টেজ দখল বা প্রভাববিস্তারের দৃশ্য দেখলে অবাক না হয়েও পারা যায় না। আল্লাহকে রাজি-খুশির জন্যই আন্দোলন হলে প্রভাববিস্তারের ব্যাপার আসে কীভাবে!

৬ এপ্রিল ২০১৩—হেফাজতের সভামঞ্চে পাতি নেতাদের ধাক্কাধাক্কির ব্যাপারগুলো আমরা দেখেছি। বিশেষত ঢাকা-কেন্দ্রিক দুটি বলয়কে স্টেজ দখলের অসুস্থ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত দেখে মনে মনে বলেছি, 'ইয়েস, এদের দ্বারাই বাংলাদেশে ইসলামি হুকুমত বাস্তবায়ন সম্ভব!'

মুফতি ফয়জুল করিম সমাবেশে গেলেন। (তাঁর কথামতো) তিনি মঞ্চে যেতে রাজি ছিলেন না—রাস্তায় বসে পড়েন। তাহলে তাঁকে মঞ্চে নিতে চেয়েছিলেন কারা? মঞ্চে গ্রহণ করা হবে না যখন, তাহলে মঞ্চ থেকে তাঁকে আহ্বান করা হয় কেন?

মুফতি ফয়জুল করিম মুফতি ফয়জুল্লাহর নাম ধরে সরাসরিই বললেন, 'ফয়জুল্লাহ

সাহেব বলেছেন, হেফাজতের আগের সিদ্ধান্ত ছিল ইসলামী আন্দোলনের কাউকে স্টেজে সুযোগ দেওয়া হবে না।' ব্যাপারটি নিয়ে মুফতি ফয়জুল্লাহকে প্রশ্ন করা দরকার। তিনি কেন এবং কীসের ভিত্তিতে কথাটি বলেছিলেন।

কিন্তু সেটা আর করতে যাইনি। কারণ, হেফাজতের অন্যতম যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মাঈনুদ্দিন রুহির কাছ থেকে ব্যাপারটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেয়েছি। ব্যাখ্যাটি মাঈনুদ্দিন রুহি অধ্যায়ের আলোচনায় আসবে।

মুফতি ফয়জুল করিম বললেন, 'আলোচিত বুকলেটের সঙ্গে তাঁদের সাংগঠনিক কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না; কিন্তু মাওলানা রুহির দেওয়া বক্তব্য ছাড়াও আমাদের কাছে থাকা তথ্যমতে আলোচিত সেই বুকলেটটি ইসলামী আন্দোলনের অফিস থেকেই বিতরণ করা হচ্ছিল। সুতরাং 'বুকলেটটির সঙ্গে ইসলামী আন্দোলনের সাংগঠনিক সম্পৃক্ততা ছিল না'—কথাটি হজম করা একটু কঠিন।

প্রশ্ন : ২০১৩-এর ৫ মে শাপলা চত্বর, রক্ত, শহিদ; সব মিলিয়ে কী বলবেন? হেফাজত কী পেল আর কী হারাল?

মুফতি ফয়জুল করিম : অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাগুলোর পেছনে অপরিণামদর্শী ও উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা কাজ করেছে। মূল নেতৃত্বের কোথাও কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল বলে আমাদের মনে হয়নি।

সম্পূরক মন্তব্য : মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ভিন্ন শব্দে অভিন্ন বক্তব্য আমরাও দিয়ে আসছি, সেই ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই।

শেষ প্রশ্ন : হেফাজত আবার ডাক দিলে, আহমদ শফি ডাক দিলে সেই ডাকে কি ইসলামী আন্দোলন দলগতভাবে সাড়া দেবে?

মুফতি ফয়জুল করিম : ইসলামী আন্দোলন আল্লামা শাহ আহমদ শফিসহ দেশের সব বুজুর্গ আলিমকে সম্মান করে। ইসলামী আন্দোলন রাষ্ট্রে ইসলামপ্রতিষ্ঠার সুদূরপ্রসারী টার্গেট নিয়ে কাজ করছে। এ মহান কাজে সহায়ক মনে করলে যে-কারও ডাকে ইসলামী আন্দোলন সাড়া দেবে—সহায়ক না হলে ভেবে দেখবে।

সম্পূরক মন্তব্য : বাংলাদেশের ইসলামি দলগুলো আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি এমনকি জামায়াতের সঙ্গেও মিলে কাজ করতে রাজি; কিন্তু নিজেরা নিজেরা কখনো একসঙ্গে মিলবে না। 'যেখানে আমার চেয়ার নেই, সেখানে আমিও নেই। বানাও আলাদা ব্যানার। লাগাও স্লোগান; ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিয়া...'।

জনৈক ইন্সপেক্টর স্কুল ইন্সপেকশনে গিয়ে দেখেন, টেবিলে মাথা রেখে ক্লাসটিচার